১০৬
৬/

তারিখ 08 DEC 1988
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রধানদের বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ

মাদ্রাসা শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের ইসলামী শিক্ষার ধারাকে আরো বিকাশের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সে জন্যেই এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে শিগ্গিরই দেশব্যাপী একটি জরিপ পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ-জমিয়াতুল মোদারেছীনের প্রতি এই জরিপ দলকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বাংলাদেশ জমিয়াতুল

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোদারেছীন ও মসজিদে গাউসুল আযম কমপ্লেক্স-এ এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রধানদের এক বিশেষ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি, সাবেক ধর্ম, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী আলহাজ্ব মাওলানা এম, এ, মান্নান এমপি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অভিনন্দন পাঠ করেন জমিয়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবদুল লতিফ। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আবদুস সালাম শিক্ষামন্ত্রীকে পবিত্র কোরআন শরীফের একখানা কপি উপহার দেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান। বিরাট এই সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল মান্নান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদফতরের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম তার বক্তৃতায় ইসলামী শিক্ষার আলোকে যারা দেশকে আলোকিত করে রেখেছেন তাদের মোবারকবাদ জানিয়ে বলেনঃ সীমাবদ্ধতার মাঝেও মাদ্রাসা শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে সরকার প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইসলামী মূল্যবোধকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার মহৎ উদ্দেশ্যেই পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় কোন কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা থাকলে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বিপদ। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে সকলকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, আমরা এমন এক নবী (সাঃ)-এর উম্মত যিনি কোনদিন মিথ্যে কথা বলেননি এবং ভেজালের শিক্ষা দেননি।

শিক্ষামন্ত্রী আলেমগণকে সমাজের নেতা আখ্যায়িত করে বলেন, দেশের উন্নয়নমূলক কাজে আলেম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি মুসলমানদের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, গত কয়েক শতাব্দী মুসলমানদের অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হলেও আল্লাহর অসীম রহমতে আবার বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের দশ কোটি মুসলমান ইসলামের এই পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ রচয়িতা এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈয্য ধারণকারীদের সাথে রয়েছেন। 'ইকরা' পাঠ কর দিয়ে যে ধর্মগ্রন্থের শুরু সে ধর্মগ্রন্থের অনুসারী ১০ কোটি মানুষ অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানে কার্পণ্য করবে না।

জমিয়াতুল মোদারেছীনের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য বই এবং যথাশিগ্গিরই দেশের সকল মাদ্রাসায় বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণও সরবরাহ করা হবে। এছাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম একটি বেতন স্কেল প্রবর্তন, প্রতিমাসে যাতে বেতনের টাকা পান সেই নিশ্চয়তা বিধান, মঞ্জুরী প্রদান ও নবায়ন, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেখে এর জন্য জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং সরকারী অর্থে অথবা বিভিন্ন দাতা দেশ ও সাহায্য সংস্থার সাহায্যে সরকারী প্রযত্নে জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ এবতেদায়ী মাদ্রাসার গৃহনির্মাণের দাবী প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, মহামান্য প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে ছারছীনার পীর ছাহেব, জমিয়াত সভাপতি ও জমিয়াত নেতৃবৃন্দের সাথে এবং জমিয়াতের সম্মেলনে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি।

মাওলানা এম, এ, মান্নান

সভাপতির ভাষণে জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম, এ, মান্নান ইসলামী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা উন্নতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নামাজে জানাযায় ইমামত করার জন্যও একজন আলেমের প্রয়োজন হয়। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষকদের কল্যাণে কিছু করা হলে আল্লাহ্ও খুশী হবেন। তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আরো কিছু করেন। যাতে এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ সমাজে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে পারেন। 'মাদ্রাসা শিক্ষকগণ অকৃতজ্ঞ নন— তাঁরা উপকারীর উপকার স্বীকার করতে অভ্যস্ত'— এই কথা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে মাওলানা এম, এ, মান্নান বলেন, দেশের মাদ্রাসা শিক্ষকগণ অরাজনৈতিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দেশ গঠনের কাজে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহযোগিতা করে যাবেন।

মাওলানা এম, এ, মান্নান বলেন, এবতেদায়ীর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যাতে শিশুরা একদিকে পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে, ইসলামী আদব-কায়দা শিখে নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা লাভ করে এবং অন্যদিকে জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়াদির শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন করছে। কাজেই, এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান করলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেনঃ আপনি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে আমাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন যে, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, দাতা হাতেম তায়ীসহ বহু মনীষীর কথা মানুষ স্মরণ করে— তাঁদের কর্মের জন্য। প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য মহামনীষীদের মত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবার এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্যও এমন কিছু করুন যাতে এদেশের মুসলমান চিরদিন আপনাকে স্মরণ করে।

জমিয়াতের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আবদুস সালাম তাঁর ভাষণে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে জমিয়াতুল মোদারেছীনের ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ইতিহাস ও এর অনুদান লাভের জন্য জমিয়াতের ভূমিকা বর্ণনা করে এ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা দানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

জমিয়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবদুল লতীফ তাঁর বক্তৃতায় মাদ্রাসা তথা শিক্ষক সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান সরকারের প্রশংসনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। তিনি সংগঠনকে বলিষ্ঠতর ক[illegible] তোলার জন্য মোদারেছীনের প্রতি আহবান জানান।

জমিয়াতের জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারে[illegible] মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান বলে[illegible] উপ-মহাদেশে ইসলামী আদর্শ প্রচা[illegible] প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জাগরণে মাদ্রা[illegible] শিক্ষার অবদান অপরিসীম। মুসলমানদে[illegible] স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তাদে[illegible] নিজস্ব তমদ্দুনের লালন ও বিকাশে [illegible] শিক্ষার ভূমিকা অসাধারণ। তিনি বলে[illegible] দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একই সা[illegible] অর্জনের দিশা দেওয়াই এ শিক্ষ[illegible] বৈশিষ্ট্য। তিনি ইসলামী শিক্ষার গৌরব[illegible] দিনের উল্লেখ করে সেই হারা[illegible] সোনালী জামানা ফিরিয়ে আনার ল[illegible] ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মাদ্র[illegible] শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

সভায় মাওলানা আমীনুল্লাহ, মাওল[illegible] মোসলেহ উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দও বক্ত[illegible] রাখেন।